দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ১০-০৯-২০ (পৃঃ ১৬, ০২)

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত তিনটি নতুন ধানের জাত অনুমোদন

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উচ্চফলনশীল তিনটি ধানের নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে। নতুন উদ্ভাবিত এসব ধান উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা সহনশীল এবং আউশ মৌসুমে চাষ করা যাবে। মঙ্গলবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় এ তিনটি ধানের জাত অনুমোদন করা হয়। সভায় ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নতুন উদ্ভাবিত এসব ধানের মধ্যে বোরো মৌসুমের লবণাক্ততা সহনশীল দুইটি ও আউশ মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী একটি।

ব্রির সিনিয়র কমিউনিকেশন অফিসার কৃষিবিদ এম আব্দুল মোমিন জানান, ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৯৭ ও ব্রি ধান-৯৯ দেশের উপকূলীয় লবণাক্ততা অঞ্চলের জন্য এবং ব্রি ধান-৯৮ সারা দেশে আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। নতুন এই তিনটি জাত উদ্ভাবনের ফলে ব্রি উদ্ভাবিত সর্বমোট ধান জাতের সংখ্যা দাঁড়াল ১০৫টি।

তিনি আরো জানান, অবমুক্ত করা নতুন জাতগুলোর মধ্যে ব্রি-৯৮ আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী জাত। এর ফলন প্রতি হেক্টরে ৫.০৯ থেকে ৫.৮৭ টন। এর দানা লম্বা ও চিকন। এ জাতের ধানের দানার রং সোনালি। এ জাতের জীবনকাল ১১২ দিন, যা রোপা আউশ মৌসুমের জাত বিআর-২৬ এর সমান।

এছাড়া ব্রি ধান-৯৭ ও ব্রি ধান-৯৯ বোরো মৌসুমের উচ্চফলনশীল লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাতগুলো চারা অবস্থায় ১৪ ডিএস/মি এবং সমগ্র জীবনকাল ৮-১০ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

১৬ পৃষ্ঠার পর

ব্রি ধান-৯৭ এর গড় জীবনকাল ১৫২ দিন এবং গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪.৯ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৭.০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। ব্রি ধান-৯৯ এর গড় জীবনকাল ১৫৫ দিন এবং গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৫.৪ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৭.১ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
তারিখঃ ১০-০৯-২০ (পৃঃ ০১, ০২)

আরও তিন জাতের ধান অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত আরও তিন জাতের ধানের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৩তম সভায় এসব ধানের অনুমোদন দেয়া হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত এ জাতগুলো হচ্ছে ব্রি ধান ৯৭, ব্রি ধান ৯৮ ও ব্রি ধান ৯৯। এর মধ্যে দুইটি বোরো মৌসুমের লবণাক্ততা সহনশীল জাত এবং অপরটি আউশ মৌসুমে চাষাবাদের (২ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

আরও তিন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

উপযোগী। ব্রির মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে তিনটি ধানের জাত অনুমোদন দেয়া হয়।

ব্রির মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর জানান, নতুন জাতগুলোর মধ্যে ব্রি ধান ৯৮ আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী জাত। এর ফলন প্রতি হেক্টরে ৫.০৯ থেকে ৫.৮৭। এর দানা লম্বা ও চিকন। শাহজাহান কবীর আরও জানান, ব্রি ধান ৯৭ ও ব্রি ধান ৯৯ বোরো মৌসুমের উচ্চ ফলনশীল লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত। এ জাতগুলো লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। ব্রি ধান ৯৭ এর গড় জীবনকাল ১৫২ দিন এবং গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৯ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৭.০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিনিয়র কমিউনিকেশন অফিসার কৃষিবিদ এম আব্দুল মোমিন জানান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত ব্রি ধান ৯৭ ও ব্রি ধান ৯৯ দেশের উপকূলীয় লবণাক্ততা অঞ্চলের জন্য ও অনুকূল পরিবেশে আবাদের জন্য এবং ব্রি ধান ৯৮ সারাদেশে আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। নতুন এই তিনটি জাত উদ্ভাবনের ফলে ব্রি উদ্ভাবিত সর্বমোট ধান জাতের সংখ্যা হলো ১০৫টি।

কৃষিবিদ এম আব্দুল মোমিন আরও জানান, সভায় অবমুক্ত করা নতুন জাতগুলোর মধ্যে ব্রি ধান ৯৮ আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী জাত। এর ফলন প্রতি হেক্টরে ৫.০৯ থেকে ৫.৮৭। এর দানা লম্বা ও চিকন। এ জাতের ধানের দানার রং সোনালী। এ জাতের জীবনকাল ১১২ দিন যা রোপা আউশ মৌসুমের জাত বিআর ২৬ এর সমান। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২২.৬ গ্রাম। ধানের দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৭.৯ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৯.৫ ভাগ। ভাত ঝরঝরে। এ জাতের কৌলিক সারিটি নির্বাচনের পর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে তিন বছরের ফলন পরীক্ষা করা হয় এবং পরে কৌলিক সারিটি আউশ ২০১৮-১৯ মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত কৌলিক সারিটির জীবনকাল বিআর ২৬ এর মতো এবং ফলন বেশি হওয়ায় প্রস্তাবিত জাত হিসেবে নির্বাচিত হয়। এরপর জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ন দল আউশ ২০১৯-২০ মৌসুমে কৃষকের মাঠে প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষা সম্পন্ন করে। কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষা সন্তোষজনক হওয়ায় আউশ মৌসুমের জন্য বিআর ২৬ এর একটি পরিপূরক জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন

দেশ কোটি মানুষের জন্য প্রতিদিন
যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ১০-০৯-২০ (পৃঃ ১২, ১১)

ব্রির নতুন তিন জাতের ধান

আবুল হোসেন, গাজীপুর

বোরো মৌসুমের লবণাক্ততা সহনশীল দুটি ও আউশ মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী একটিসহ মোট তিনটি নতুন উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। মঙ্গলবার জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৩তম সভায় ব্রি ধান৯৭, ব্রি ধান৯৮ ও ব্রি ধান৯৯ অবমুক্ত করা হয়। এর ফলে ব্রি উদ্ভাবিত সর্বমোট ধান জাতের সংখ্যা হলো ১০৫টি।

ব্রি ধান৯৮ প্রদর্শনী মাঠ

ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর জানান, নতুন জাতগুলোর মধ্যে ব্রি ধান৯৮ আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী জাত। এর ফলন প্রতি হেক্টরে ৫.০৯ থেকে ৫.৮৭ টন। এর দানা লম্বা ও চিকন, রং সোনালি। এ জাতের জীবনকাল ১১২ দিন। এ ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৭.৯ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৯.৫ ভাগ। ভাত হয় ঝরঝরে।

ব্রি ধান৯৭ ও ব্রি ধান৯৯ বোরো মৌসুমের উচ্চ ফলনশীল লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত। এ জাতগুলো চারা অবস্থায়

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

নতুন তিন জাতের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

১৪ ডিএস/মি এবং সমগ্র জীবনকাল ৮-১০ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। ব্রি ধান৯৭-এর গড় জীবনকাল ১৫২ দিন এবং গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৯ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৭ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৫.২ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮.৬ ভাগ। এর চাল মাঝারি মোটা হওয়ায় বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর ও খুলনা অঞ্চলে অধিক জনপ্রিয় হবে।

ব্রি ধান৯৯-এর গড় জীবনকাল ১৫৫ দিন এবং গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.৪ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৭.১ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৭.১ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৭.৯ ভাগ। এর চাল লম্বা ও চিকন হওয়ায় সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা অঞ্চলে অধিক জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ জাতের কৌলিক সারিগুলো নির্বাচনের পর ব্রির গবেষণা মাঠে তিন বছর এর ফলন পরীক্ষা করা হয়। উক্ত কৌলিক সারিগুলো লবণাক্ততা সহনশীল ব্রি ধান৬৭-এর থেকে ফলন বেশি হওয়ায় প্রস্তাবিত জাত হিসেবে নির্বাচিত হয়। এরপর জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ন দল বোরো ২০১৮-১৯ মৌসুমে কৃষকের মাঠে প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষা সন্তোষজনক হওয়ায় বোরো মৌওসুমের জন্য লবণাক্ততা সহনশীল ব্রি ধান৬৭-এর পরিপূরক জাত হিসেবেব্রি ধান৯৭ ও ব্রি ধান৯৯ জাত দুটি অবমুক্ত করা হয়।

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখঃ ১০-০৯-২০ (পৃঃ ০৩)

লবণাক্ততা সহিষ্ণু নতুন জাতের ধান আনল ব্রি

বিশেষ সংবাদদাতা : দেশের উপকূলীয় এলাকায় চাষের জন্য লবণাক্ততা সহিষ্ণু উচ্চফলনশীল ও উন্নতমানের বীজ এনেছে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। বোরো ও আউশ মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী ব্রি ধান ৯৭, ব্রি ধান ৯৮ ও ব্রি ধান ৯৯ জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে। বোরো মৌসুমের জাত ব্রি উদ্ভাবিত ব্রি ধান ৯৭ ও ব্রি ধান ৯৯ লবণাক্ততা সহিষ্ণু দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চাষাবাদের উপযোগী। আর ব্রি ধান ৯৮ সারা দেশে আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। নতুন এই তিনটি জাত উদ্ভাবনের ফলে ব্রি উদ্ভাবিত সর্বমোট ধানের জাতের সংখ্যা ১০৫টিতে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)'র মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, নতুন করে ৩ টি জাত অনুমোদন পেয়েছে। এর মধ্যে দুটি লবণাক্ততা সহিষ্ণু। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট অর্থাৎ যেসব এলাকায় চিকন চাল পছন্দ করে সেখানে বোরো মৌসুমে চাষাবাদযোগ্য ব্রি ধান ৯৯। হেক্টরে এর ফলন ৭ টন। আর বরিশাল অঞ্চলে বোরো মৌসুমে চাষাবাদযোগ্য ব্রি ধান ৯৭। এর উৎপাদনও প্রতি হেক্টরে ৭ টন। এটি মোটা ও ব্রি ধান ৪৭ এর পরিবর্তে আবাদযোগ্য আর এই জাতটি থেকে নতুন জাতে উৎপাদনও এক টন বেশি। আউশ মৌসুমের জন্য উদ্ভাবিত ব্রি ধান ৯৮ এর ফলন হেক্টরে ৫ থেকে ৬ টন, আউশের অন্য একটি জাত ব্রি ধান ২৬ থেকে এর ফলন হেক্টরে ১ টন বেশি। আর এর চালে এমাইলোজের পরিমাণও বেশি।

ব্রি ধান-৯৭ এটি বোরো মৌসুমের উচ্চ ফলনশীল লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত। এর চারা অবস্থায় ১৪ ডিএস/মি এবং সমগ্র জীবনকাল ৮-১০ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। ব্রি ধান ৯৭ এর গড় জীবনকাল ১৫২ দিন এবং গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৯ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৭.০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম । এ জাতের ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২৫.৫ গ্রাম। ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৫.২ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮.৬ ভাগ। গাছের গড় উচ্চতা ১০০ সে.মি. ও ডিগপাতা খাড়া। এর চাল মাঝারি মোটা হওয়ায় বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর ও খুলনা অঞ্চলে অধিক জনপ্রিয় হবে। ব্রি ধান ৯৮ ব্রি ধান ৯৮ আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী জাত। এর ফলন প্রতি হেক্টরে ৫.০৯ থেকে ৫.৮৭। এর দানা লম্বা ও চিকন। ব্রি ধান-৯৯ বোরো মৌসুমে আবাদযোগ্য ব্রি ধান ৯৯ এর গড় জীবনকাল ১৫৫ দিন এবং গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.৪ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৭.১ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারবে।

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ১০-০৯-২০ (পৃঃ ১৫)

অধিক লবণাক্ততা সহনশীল ধান উদ্ভাবন করল ব্রি

শরীফ আহমেদ শামীম, গাজীপুর ▷

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীরা উচ্চ ফলনশীল তিনটি নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছেন। এ তিন জাতের নাম দেওয়া হয়েছে ব্রি ধান ৯৭, ব্রি ধান ৯৮ ও ব্রি ধান ৯৯। এর মধ্যে ব্রি ধান ৯৭ ও ৯৯ দেশের উপকূলীয় এলাকায় অধিক লবণাক্ততা সহনশীল এবং অন্যটি আউশ মৌসুমে চাষের উপযোগী।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৩তম সভায় গত মঙ্গলবার নতুন ওই তিন জাতের ধান অনুমোদন করা হয়। এ সময় ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নতুন ওই তিন জাত উদ্ভাবনের ফলে ব্রি উদ্ভাবিত ধান জাতের সংখ্যা দাঁড়াল ১০৫টিতে।

নতুন তিন জাতের ধান অনুমোদন

উদ্ভাবিত নতুন ধান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের জানান ব্রির সিনিয়র কমিউনিকেশন অফিসার কৃষিবিদ এম আব্দুল মোমিন। তিনি বলেন, রোপা আউশ মৌসুমের ব্রি ধান ২৬-এর একটি পরিপূরক জাত নতুন ব্রি ধান ৯৮। ব্রি ২৬ প্রতি হেক্টরে চার টন ফলন দিতে পারলেও ব্রি ৯৮ পাঁচ থেকে প্রায় ছয় টন ফলন দিতে সক্ষম। এর দানা লম্বা ও চিকন। এক হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২২ দশমিক ৬ গ্রাম। ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৭ দশমিক ৯ ভাগ ও প্রোটিন শতকরা ৯ দশমিক ৫ ভাগ। ভাত ঝরঝরে।

তিনি আরো জানান, উদ্ভাবিত নতুন ব্রি ধান ৯৭ ও ৯৯ উদ্ভাবন করা হয়েছে ব্রি ধান ৬৭ থেকে। ব্রি ৬৭ প্রতি বর্গমিটারে ছয়-আট ঘনত্বের লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। নতুন জাত দুটি চারা অবস্থায় প্রতি বর্গমিটারে ১৪ ও সমগ্র জীবনকাল ৮-১০ ঘনত্বের লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। ব্রি ধান ৯৭-এর গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪ দশমিক ৯ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে সাত টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের এক হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২৫ দশমিক ৫ গ্রাম। ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৫ দশমিক ২ ভাগ ও প্রোটিন শতকরা ৮ দশমিক ৬ ভাগ। এর চাল মাঝারি মোটা হওয়ায় বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর ও খুলনা অঞ্চলে অধিক জনপ্রিয় হবে বলে তাঁর ধারণা।

ব্রি ধান ৯৯-এর গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৫ দশমিক ৪ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৭ দশমিক ১ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের এক হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২২ দশমিক ৮ গ্রাম। ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৭ দশমিক ১ ভাগ ও প্রাটিন শতকরা ৭ দশমিক ৯ ভাগ। চাল লম্বা ও চিকন হওয়ায় সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা অঞ্চলে অধিক জনপ্রিয় হবে বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা।